মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩)

উনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিদের মধ্যে মানকুমারী বসুর নামও উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসুর বেশ কিছু কাব্যগ্রন্থ ~~[illegible]~~ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে 'প্রিয়প্রসঙ্গ' (১৮৮৪), 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩), 'বীরকুমারবধ কাব্য' (১৯০৪) উল্লেখযোগ্য। কিছু গীতিকবিতা ও আখ্যানকাব্যও রচনা করেন। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর মত মানকুমারী বসুর জীবনে বৈধব্যযন্ত্রণার ছাপ কবিতায় লক্ষ করা যায়। তিনি সহজ সুরে ~~সরল~~ সহজ-সরল কবিতা রচনা করে পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষী হয়ে উঠেছেন।

মানকুমারী বসুর কবিতায় প্রেমের নৈর্ব্যক্তিক রূপটি চিত্রিত হয়েছে। প্রেমের প্রত্যক্ষ আবেগ তাঁর কবিতায় ধরা পড়েনি, উদার রূপটি ধরা পড়েছে। এই কবি 'উদভ্রান্ত' কবিতায় সূর্যের প্রতি নলিনীর ভালবাসা বর্ণনা করেছেন। প্রেমকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'কাব্যকুসুমাঞ্জলির' 'মৃত্যুসুধা' কবিতায় তিনি বলেছেন —

"আমি তারে চিনি শুনি ভালবাসি তায়
শুনিলে তাহার নাম,
উথলে হৃদয়ধাম
পরান শিহরি উঠে সুধা পড়ে গায়;
একদিন দূরে-দূরে, অনন্তে অমরপুরে
নিয়ে যাবে সে আমারে, রয়েছে আশায়,
সে আমার কাছে কাছে, দিনরাত সদা আছে,
পরাণ বেঁধেছি পাছে ফেলে চলে যায়,
তার নাম 'মৃত্যু' আমি ভালবাসি তায়।"

মানকুমারী বসুর 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' পতিবিয়োগবিধুরার অশ্রু ক্রন্দনে ভরা। অষ্টাদশী তরুণী স্বামিহীনা হয়ে দীর্ঘ আশী বছর পর্যন্ত জীবনের উপলবন্ধুর পথ অতিক্রম করেছেন।

জীবনপথে বিহ্বলা কবিহৃদয়ের বেদনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কাব্যে। সংসারে সর্বসুখবঞ্চিতা রমণীর সকল বেদনার নিরাভরণ সরল প্রকাশ তাঁর কাব্যে লক্ষ করা যায়, তাঁর কাব্যে এমন একটি অনুভূতির ও বিষাদের মর্মস্পর্শী আবেদন আছে, যা পাঠকহৃদয়কে আপ্লুত করে।

'বীরকুমারবধ' কাব্যটি মহাভারতের অভিমন্যুবধ বর্ণিত হয়েছে। এই আখ্যানকাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে বীররস ও করুণরসের যুগপৎ সমন্বয়ে লেখা। তবে কাব্যটি কোনো দিক দিয়েই তেমন উল্লেখযোগ্য হতে পারে নি। এতদসত্ত্বেও একথা বলা যেতে পারে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে, যেখানে মহিলাদের অন্তরীণ থাকায় একমাত্র রীতি ছিল, সেখানে মহিলা কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে মানকুমারী বসু প্রশংসিত হয়েছেন।